ত্রিপুরা পুলিশের জন্য দশটি গাইড্ লাইনস্

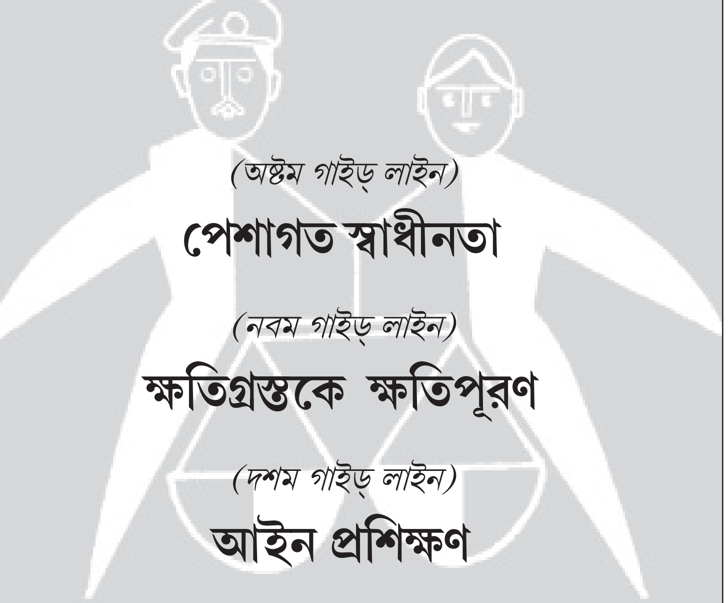

(অষ্টম গাইড্ লাইন)

পেশাগত স্বাধীনতা

(নবম গাইড্ লাইন)

ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ

(দশম গাইড্ লাইন)

আইন প্রশিক্ষণ

সম্পর্কে আইন, পুলিশের কর্তব্য ও
আপনার অধিকার সম্পর্কে জানুন

বিচারপতি অলোকবরণ পাল
রাজ্য পুলিশ কমিশনের প্রধান
আগরতলা ● ত্রিপুরা

অষ্টম গাইড্ লাইন

পুলিশের পেশাগত স্বাধীনতা

অষ্টম গাইড্ লাইনে বলা হয়েছে পুলিশ স্বাধীনভাবে তার কাজ করবে, সব রকমের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব মুক্ত হয়ে। কিন্তু দেখতে হবে এই স্বাধীনতা যেন স্বেচ্ছাচারিতা না হয়ে দাঁড়ায়। কারণ কোনো স্বাধীনতাই চূড়ান্ত হতে পারে না। একজনের স্বাধীনতা অন্যজনের সন্ত্রাসের কারণ যেন না হয়। তাই পুলিশের পেশার স্বাধীনতা হল আইনের সীমার মধ্যে কাজ করার স্বাধীনতা, অবশ্যই রাজ্য সরকার ও পুলিশ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বা নিয়ন্ত্রণে।

পেশার স্বাধীনতার এই নীতিটি তাই পুলিশকে ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং আইনের দ্বারা সীমিত গণ্ডীর মধ্যে দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে।

এই গাইড্ লাইন মেনে কাজ করতে গেলে সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সম্পর্কে পুলিশের ভালো ধারণা থাকা দরকার। নতুন পুলিশ আইন ও গাইড্ লাইন অনুযায়ী একদিকে যেমন সরকার ও পুলিশ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পুলিশকে কাজ করতে হবে, অন্যদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার, অসদাচরণ, মানব অধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনা

ঘটলে পুলিশ কমিশন তদন্ত করবে এবং সে সম্পর্কে রাজ্য সরকার ও পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। এ সম্পর্কে তদন্তের জন্য কমিশনকে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ●

নবম গাইড্ লাইন

ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ

ত্রিপুরা পুলিশ আইনের 70 (2) ধারায় বলা হয়েছে যে পুলিশের অন্যায় আচরণের জন্য যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পুলিশ কমিশন সেই ব্যক্তিকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে একটি যথাযথ প্রকল্প পুলিশ কর্তৃপক্ষকে তৈরী করতে হবে এবং তৈরী করার সময় মনে রাখতে হবে —

১) **পুলিশী অত্যাচারের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ এখন উপযুক্ত প্রতিকার হিসেবে গৃহীত হয়েছে।**

২) **নাগরিকের ক্ষতিপূরণের এই দাবী সরকারের আবশ্যিক দায় হিসেবে মেনে নিতে হবে। 'সার্বভৌম অব্যাহতি' এই যুক্তি এই ক্ষেত্রে চলবে না;**

৩) **যদিও প্রতিনিধিত্বের নিয়ম অনুযায়ী সরকারকেই এই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, দোষী পুলিশ কর্মচারীর কাছ থেকে এই ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের অধিকার সরকারের আছে। ●**

দশম গাইড্ লাইন

পুলিশের আইন প্রশিক্ষণ

পুলিশ বোর্ডের দশম গাইড লাইনে বলা হয়েছে পুলিশের আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং বিচার বুদ্ধির স্বল্পতা সাধারণ বা তুচ্ছ করার মতো সমস্যা নয়, অনেক সময় এই কারণে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আইন কখনও স্থির থাকে না, পরিবর্তন হয়, ব্যাখ্যা পাল্টায়। আজকে যে আইনকে ভালো মনে হয় আগামীকাল তাকেই পাল্টাতে হতে পারে। যেমন-প্রামাণিক আইনে (Evidence Act) নারী সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে গত কয়েক বছরে। ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় অপরাধের তদন্তের জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সংশ্লিষ্ট আইনে শিক্ষিত পুলিশ কর্মী। অযোগ্য পুলিশের দ্বারা ত্রুটিপূর্ণ তদন্তের কারণে অনেক মামলায় প্রকৃত অপরাধী ছাড়া পায়। আইন শৃঙ্খলার প্রহরী হয়ে পুলিশ যদি আইন না জানে বা জেনেও আইন অমান্য করে তখন সকলেই আইন হাতে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

রাজ্য পুলিশের কর্তব্য হবে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে পুলিশের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিয়ে সংশ্লিষ্ট আইন ও তার পরিবর্তন সম্পর্কে পুলিশ কর্মীদের অবহিত করা যায়। ●

মুদ্রণ : জ্ঞান বিচিত্রা প্রেস, আগরতলা। ফোন ২৩১ ৫১২১ /২৩২ ৩৭৮১